~ www.amarboi.com ~

অরুন্ধতী রায়

দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস

অনুবাদ
শওকত হোসেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দ্য গড অভ স্মল থিংস-এর রচয়িতার চমকপ্রদ, গতিশীল নতুন উপন্যাস

দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস আন্তরিক সফরে আমাদের নিয়ে চলেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বহুবছরের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে–পুরনো দিল্লির ঘিঞ্জি মহল্লা আর নতুন শহরের পথঘাট থেকে শুরু করে কাশ্মীরের পাহাড়পর্বত-উপত্যকা ছাড়িয়ে, যেখানে যুদ্ধই শান্তি এবং শান্তিই যুদ্ধ।

একটি কষ্টকর ভালোবাসা এবং প্রবল প্রতিবাদে, ফিসফিসিয়ে, চড়াকণ্ঠে, নিরাবেগ অশ্রু আর কখনও কখনও তিক্ত হাসির ভেতর দিয়ে বলা এই কাহিনী। অনেপনীয় দরদের সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এর প্রতিটি চরিত্র। আপন আবাস জগতের হাতে বিধ্বস্ত এবং তারপরই উদ্ধার করে ভালোবাসা আর আশায় জুড়ে দেওয়া মানুষগুলোই এর নায়ক।

শহরের এক গোরস্তানে পারসি গালিচা বিছানো আঙুমকে–আফতাব ছিল। ও নিয়ে গল্পের শুরু; ওটাকেই ঘর বলে ও। অদ্ভুত, অবিস্মরণীয় তিলো এবং ওর প্রেমিকদের সাথে পরিচয় ঘটে আমাদের: প্রণয়ী মুসা এবং সাবেক প্রণয়ীরা, প্রেমিক আর প্রাক্তন প্রেমিক; সর্বক্ষণ জড়িয়ে থাকা বান্ধুর মতোই ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ওদের নিয়তি। তিলোর বাড়িঅলার সাথে পরিচয় হয় আমাদের, এখন কাবুলে পোস্টিংয়ে থাকা ওর সাবেক পাণিপ্রার্থী ইন্টেলিজেন্স অফিসার। তারপরই দুজন মিস জেবীনের দেখা পাই আমরা: প্রথম জনকে শ্রীনগরে জন্ম নেওয়ার পর সেখানকার কবরে ঠাসা 'শহীদী গোরস্তানে' গোর দেওয়া হয়েছে; দ্বিতীয়জনকে পাওয়া গেছে মাঝরাতে নিউ দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে সাইডওয়াকে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

প্রীতিকর, গভীরভাবে মানবিক এই উপন্যাস ওদের জীবনকে একসূত্রে গাঁথার পাশাপাশি উপন্যাস কী করতে পারে, কেমন হতে পারে সেটাই নতুন করে আবিষ্কার করছে। দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস এর প্রতিটি পৃষ্ঠা অরুন্ধতী রায়ের গল্প বলার অলৌকিককেতুই তুলে ধরেছে।

অনুবাদক **শওকত হোসেন**-এর আদি নিবাস চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর গ্রামে। বাবার বিচার বিভাগীয় চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বইপ্রেমিক মায়ের কল্যাণে গড়ে উঠেছে বইয়ের প্রতি অদম্য নেশা। ১৯৮৫ সালে রানওয়ে জিরো-এইট অনুবাদের মাধ্যমে হঠাৎ করেই লেখালেখি শুরু। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন শওকত হোসেন, বর্তমানে একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রচ্ছদ : দেওয়ান আতিকুর রহমান

~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় ঔপন্যাসিক, অ্যাক্টিভিস্ট এবং বিশ্ব নাগরিক অরুন্ধতী রায়ের জন্ম ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬১। ১৯৯৭ সালে প্রথম উপন্যাস দ্য গড অভ স্মল থিংস-এর জন্যে বুকার পুরস্কার লাভ করেন তিনি। মেঘালয়ের শিলঙ-এ জন্মগ্রহণ করেন অরুন্ধতী রায়, পেশায় চা উৎপাদক তার বাবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং মা ছিলেন কেরালার সিরিয় ক্রিশ্চান। ছোট বেলায় কেরালার আইমানামে কর্পাস ক্রিস্টি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। ষোল বছর বয়সে দিল্লির উদ্দেশে কেরালা ত্যাগ করেন এবং দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলার চৌহদ্দীর ভেতর টিনের চালের ছোট একটা কুটিরে গৃহহীন জীবন বেছে নেন, জীবিকা ছিল খালি বোতল বিক্রি। এরপর তিনি স্থাপত্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে দিল্লি স্কুল অভ আর্কিটেক্চার-এ ভর্তি হন। এখানে প্রথম স্বামী স্থপতি জেরার্ড দা কানহার সাথে তার পরিচয় হয়।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত গড অভ স্মল থিংস অরুন্ধতী রায়ের এযাবৎ কালের একমাত্র উপন্যাস ছিল। বুকার পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন তিনি; এর ভেতর রয়েছে নর্মদা বাঁধ, ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র, ভারতে দুর্নীতিবাজ বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এনরনের কর্মকাণ্ড। তিনি প্রতি-বিশ্বায়ন/বিকল্প-বিশ্বায়ন আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং নব্য-সাম্রাজ্যবাদের প্রবল সমালোচক।

রাজস্থানের পোখরানে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারত সরকারের পরমাণুনীতির সমালোচনা করে দ্য এন্ড অভ ইমাজিনেশন লিখেন রায়। রচনা সঙ্কলন দ্য কস্ট লিভিং-এ এটি প্রকাশিত হয়; ওই সঙ্কলনে ভারতের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটে ভারতের সুবিশাল জলবিদ্যুৎ বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধেও ক্রুসেডে নেমেছেন তিনি। এরপর থেকে আরও দুটি সঙ্কলন প্রকাশ করে শুধুমাত্র ননফিকশন ও রাজনীতি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

অহিংসতার পক্ষে সামাজিক প্রচারণার স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৪ সালের মে মাসে সিডনি পিস প্রাইজ লাভ করেন রায়। ২০০৫ সালের জুনে ওয়ার্ল্ড ট্রাইব্যুনাল অন ইরাক-এ অংশগ্রহণ করেন তিনি। ২০০৬ এর জানুয়ারিতে রচনা সঙ্কলন দ্য অ্যালজেব্রা অভ ইনফিনিট জাস্টিস-এর জন্যে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেলেও গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

বিশ বছর বিরতির পর দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস অরুন্ধতী রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস।

পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস

অরুন্ধতী রায়

অনুবাদ: শওকত হোসেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জাগৃতি

~ www.amarboi.com ~

দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস
অরুন্ধতী রায়
অনুবাদ: শওকত হোসেন

অনুবাদ স্বত্ব © শওকত হোসেন

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরোৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
মাজেদুল হাসান
জয়তী
৬৮ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ কুদরাত-ই-খুদা রোড
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৬১৬৯৫
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রচ্ছদ: দেওয়ান আতিকুর রহমান

মুদ্রণ
হক প্রিন্টার্স
২১০ কালভার্ট রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য : ৬০০ টাকা

The Ministry of Utmost Happyness by Arundhaty Roy Translated by Saokat Hossain. First Published in February 2018 by Mazedul Hasan, Joyotee, 68 Concord Emporium, 253-254 Kudrat-E-Khuda Road, Kantabon, Dhaka-1205.
joyoteenews@gamil.com, www.joyoteenews.com

Price: 600 Taka **US$:** 10

ISBN: 978-984-92574-6-2 **Code: 0371**

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

লেখকের উৎসর্গঃ

অসহায়দের জন্যে

অনুবাদকের উৎসর্গঃ

আমার মেয়ে আয়েশা তাসনিম আলীকে–

বাবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শওকত হোসেন অনূদিত আরও বই:

রানওয়ে জিরো-এইট/ আর্থার হেইলি
গন উইদ দ্য উইন্ড/ মার্গারেট মিচেল
ব্রেভহার্ট/ র‍্যান্ডাল ওয়ালেস
মাই কাজিন র‍্যাচেল/ দফনে দ্যু মরিয়ে
রোজেস ফ্রম দ্য আর্থ: দ্য বায়োগ্রাফি অভ অ্যানা ফ্রাংক/ ক্যারল অ্যান লী
মুহাম্মদ: মহানবীর (স) জীবনী/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
ইসলাম: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
দ্য বাইবেল: দ্য বায়োগ্রাফি/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
মায়া/ ইয়স্তেন গার্ডার
দ্য সলিটেয়ার মিস্ট্রি/ ইয়স্তেন গার্ডার
দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন/ মার্গারেট অ্যাটউড
একান্ত বিষয়/ কেনযাবুরো ওয়ে
স্রষ্টার ইতিবৃত্ত/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
স্রষ্টার জন্যে লড়াই/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
দ্য প্রফেট মুহাম্মদ/ বার্নাবি রজারসন
নো লঙার অ্যাট ইজ/ চিনুয়া আচিবি
দ্য ডে দ্য লীডার ওঅজ কীল্ড/ নাগীব মাহফুজ
দ্য তালিবান কানেকশন/ ইমতিয়াজ গুল
ইসলামিক থ্রেট: মিথ অর রিয়েলিটি?/ জন এল. এসপোসিতো
হোয়েন রিলিজিয়ন বিকামস ঈভল/ চার্লস কিম্বল
তুষার/ ওরহান পামুক
দ্য কাইট রানার/ খালিদ হোসেইনি
দ্য ফিফথ মাউন্টিন/ পাওলো কোয়েলো
দ্য টার্মিনাল ম্যান/ মাইকেল ক্রেইটন
দ্য স্টোরি অভ নোবল রট/ আসমা উযমা খান
দ্য লেটার ফ্রম পিকিং/ পার্ল এস. বাক
দ্য শ্যাডো অভ দ্য উইন্ড/ কার্লোস রুইস সাফোন
দ্য অ্যাঞ্জেল'স গেম/ কার্লোস রুইস সাফোন
সিয়িং/ হোসে সারামাগো
দ্য এলিফ্যান্ট'স জার্নি/ হোসে সারামাগো
দ্য ডাবল/ হোসে সারামাগো
দ্য কীপার অভ লস্ট কজেস/ জুসি অ্যাডলার-ওলসেন
ফ্রোজেন মোমেন্ট/ কামিলা সিডার
দ্য হিপনোটিস্ট/ লারস কেপলার
দ্য নাইটমেয়ার/ লারস কেপলার
দ্য গ্রেট ট্রান্সফর্মেশন/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
দ্য ফার্স্ট মুসলিম/ লেসলি হ্যাযেলটন
ফীল্ডস অভ ব্লাড/ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
দ্য ফল অভ দ্য অটোমান্স/ ইউজিন রোগান
দ্য আরবস: আ হিস্ট্রি/ ইউজিন রোগান
ক্রনিকলস/ বব ডিলান
দুরুন্তাইন/ ইসমাইল কাদারে
নুমেরো জিরো/ উমবার্তো একো।
সুকিতত্ত্ব/ এ. জে. আরবেরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাদুময় মুহূর্তে, যখন সূর্য ডুবে গেলেও শেষ আলোটুকু মরে যায় না, উড়ুক্কু শেয়ালের দল পুরোনো কবরস্থানের বুড়ো বট গাছগুলো থেকে নিজেদের খশিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো শহরের উপর দিয়ে ভেসে যায়। বাদুরগুলো বিদায় নিলে কাকের ঝাঁক ঘরে ফেরে। ওদের ঘরে ফেরার সমস্ত শোরগোল হারিয়ে যাওয়া চড়াই পাখী এবং নিশ্চিহ্ন করে ফেলা এক শো মিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে মৃতদের জিম্মাদার বুড়ো শাদা-পিঠ শকুনগুলোর শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে পারে না। ডিক্লোফেনাকের কারণে শকুনগুলো মরেছে। ডিক্লোফেনাক, যন্ত্রণা কমিয়ে দুধ আর উৎপাদন বাড়াতে পেশি শিথিলকারী হিসাবে গরুকে খাওয়ানো হয়েছিল। শাদা-পিঠ শকুনের বেলায় নার্ভ গ্যাসের মতোই কাজ করেছে সেটা। রাসায়নিক কারণে শিথিল হয়ে ওঠা মৃত প্রতিটি দুধেল গাই এবং মোষ শকুনের পক্ষে বিষাক্ত টোপে পরিণত হয়েছে। গরুমোষ উন্নত ডেয়ারি মেশিনে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে শহর বেশি করে আইসক্রিম, বাটারস্কচ ক্রাঞ্চ, নাটি-বাডি এবং চকোলেটে চিপ খাওয়ায়, আরও বেশি করে ম্যাঙ্গো মিল্কশেক খাওয়ায়, শকুনের গলা এমনভাবে ঢুলে পড়তে শুরু করেছিল যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ায় স্রেফ জেগে থাকতে পারছিল না। লালার রূপালি দাড়ি ঝরছিল ওদের ঠোঁট থেকে এবং একে একে গাছের ডাল থেকে ঝুপঝাপ ঝরে পড়েছে।

খুব বেশি লোক এই বন্ধুসুলভ পাখিগুলোর বিদায় খেয়াল করেনি। খেয়াল করার মতো আসলে তেমন কিছু ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানে, এসবই হৃদয়ের ব্যাপার...

নাজিম হিকমত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বুড়ো পাখিরা কোথায় গিয়ে মরে? ১৩
খোয়াবগাহ ১৬
জন্মপর্ব ১০১
ডক্টর আযাদ ভারতীয় ১৩০
শিথিল অনুসরণ ১৪০
পরের জন্যে তুলে রাখা কয়েকটি প্রশ্ন ১৪৪
বাড়িঅলা ১৪৮
ভাড়াটে ২২০
প্রথম মিস জেবীনের অকাল মৃত্যু ৩১৮
পরমানন্দের মন্ত্রণালয় ৪০৪
বাড়িঅলা ৪৩৪
গীহ কিয়োম ৪৪১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১

বুড়ো পাখিরা কোথায় গিয়ে মরে?

গাছের মতোই কবরস্থানে থাকত ও। ভোরে কাকের দলকে বিদায় জানাত, স্বাগত জানাত বাদুরের ঝাঁককে। গোধূলিতে করত ঠিক উল্টোটা। মাঝের সময়টাতে ওর উঁচু মগডালের শকুনগুলোর আবছায়া প্রেতাত্মার সাথে আলাপ করত। কেটে ফেলে দেওয়া অঙ্গের কষ্টের মতো ওদের নখ আঁকড়ে বসার মৃদু জ্বলুনি অনুভব করত। নিজেদের খেয়ালেই গল্প থেকে বিদায় নেওয়ায় ওরা মোটেও দুঃখ পায়নি বলেই আঁচ করেছে ও।

এখানে প্রথম আসার পর এতটুকু পিছু না হটে গাছের মতোই নিত্যকার জ্বালাতনের কয়েকটা মাস সহ্য করেছে ও। কোন ছেলেটা ওর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল দেখতে যায়নি, ওর বাকলে আঁচড় টেনে লেখা অপমানের কথা দেখতে ঘাড় ফেরানোর কথাও ভাবেনি। লোকজন খিস্তিখেউড় করলে–সার্কাস-বিনা ভাঁড়, রাজবাড়ী ছাড়া রানি–প্রতিটি কষ্ট চাপা দিতে পাতার ঝিরিঝিরি সঙ্গীতকে কাজে লাগিয়ে হাওয়ার মতো ডালপালার নিচ দিয়ে বয়ে যেতে দিয়েছে।

কিন্তু এককালে ফতেহপুরি মসজিদে ইমামতি করা অন্ধ ইমাম জিয়াউদ্দীন বন্ধু হয়ে করে ওর কাছে আসাযাওয়া শুরু করার পরই কেবল মহল্লাবাসী ওকে না ঘাঁটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

অনেক দিন আগে ইংরেজি-জানা এক লোক বলেছিল, উল্টো করে লিখলে ওর নামের বানান (ইংরেজিতে) মজনু হবে। লায়লা-মজনু কাহিনীর ইংরেজি বয়ানে, বলেছে সে মজনু হলো রোমিও এবং লায়লা জুলিয়েট।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও